কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

আসলে শীত, কিছু আর্ত ছোট পাখি

মেহিকো দেশটা থেকে

প্রতিদিন নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে শিশুরা। শুনেছি সিনালোয়া নামক প্রদেশ নাকি ভয়াবহ এ ব্যাপারে। ভারী বহুতলে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের চোখের মতো চকচক করে উঠছে কোনো কাচ এই বারাখাম্বা সিগনালে, যেখানে কুয়াশাক্লিষ্ট রাস্তায় আজ কোনো বাঞ্জারা শিশু খেলা দেখাচ্ছে না, অথচ দিন গজকাপড়ের মত হালকা। যেন বহুদূরে কারও অপেক্ষার মতো বড় সূর্যমুখী ফুটছে। সুবিশাল পাপড়ির হলুদ ঢেকে দিচ্ছে দিগন্ত। পরপর আকাশগ্রাসী পাপড়িদের প্রস্ফুটন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, বড় কারকাখানায় করাত চালানোর শব্দ। আওয়াজের ধোয়াশা ঢেকে দিচ্ছে সিনালোয়া থেকে দিল্লির সুদীর্ঘ মানচিত্র কল্পনা, আমাদের দিন বা তাদের রাত উভয়েই একটা বিরাট লোহার গরাদের মতো নেমে আসছে বাসের জানলার ক্লান্ত চোখে

শুধু একটা দৃশ্যের দিকে

বারবার ছুটে যেতে চাইছি, মুশায়রার প্রদীপ শামার হলুদ আলোর তলায় তিন প্রজন্মের কবিদের ফারশি অক্ষরের কালচে বাঁক শেখাচ্ছেন খান-এ-আরজু আর সেই তিনটি প্রজন্মের মাঝখানে ঘটে যাচ্ছে অবাধ গণহত্যা। এই দিল্লি শহরের পেট চিরে বের করে আনতে হচ্ছে বারবার পালিয়ে বাঁচার রাস্তা। ছিন্নভিন্ন লাশের শুকনো রক্ত যেদিকে ছাপ রেখেছে সেদিকেই নদীর বাতাস। ভাবি, বাইশে মার্চ ১৭৩৯ সালে ছয় ঘণ্টা সময়ে তিরিশ হাজার মানুষকে তরোয়ালে ফালাফালা করে দেয় নাদির শাহের আদেশ। এখনকার মার্চের হালকা শীতাভাসে কল্পনা করতে চাই বাতাসকাটা আর্তনাদ কতদূর ধ্বনিত হয়েছিল··· বসন্ত রক্তের গন্ধ চেনে না! জওহর বেছে নেওয়া মুসলমান ও হিন্দু নারী, পুরুষ শিশুদের লিঙ্গ দেখে চিতা বা কবর চিহ্নিত করা রাতে বিরাট একগুচ্ছ বকুলের মত নক্ষত্র ফুটেছে, আতঙ্কের ফ্যাকাশে সাদা ছুঁচ বিঁধে থাকছে সমস্ত অক্ষিকল্পনায়

মন ধারণ করতে চাইছে মন এই নতুন বছরে

যেভাবে করাত কেটে ফেলতে চায় করাতের কারণ, যেভাবে নিঃসঙ্গ মানুষের চিরুনি ঘিনঘিনে ময়লা বহন করে, কান কেবলই অতিকায় ফুলের পাপড়িদের জেগে ওঠার শব্দের মত নদীদের মিলনশব্দ পায়, দৃশ্যের ভিতরে দৃশ্য তাড়া করে ফেরে সাংবাদিক সত্যের দুনিয়া, সেভাবে অসহায়তা বাধ্য করে একই দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকতে, নীল মরুপুষ্পের আশ্বাস নয়, দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে দিক বইয়ের তাকের ধুলো, যেভাবে বৃষ্টিহীন পাথরের টিলাকে স্নিগ্ধকৃষ্ণ করে তুলেছিল দুরাশা

ডাক শোনা যায় মাঝে মাঝে

অকস্মাত যমুনার পাড়ে কুয়াশাদংষ্ট্র ক্রেংকার যেমন – সামনের আকাশ গাঢ় একটা পাকা পেয়ারা – প্রতি অঙ্গ সঞ্চালন আখ্যানের দিকে চলে যেতে চাইছে অথচ আমার কোনো গল্প ছিল না কোনোদিন। যেমন সামনে কেউ সম্ভাবনার মত কিলবিলে রাস্তা ছেড়ে যাচ্ছে, সমস্ত সাপুড়ে তাদের ডালা খুলে রাখছে বনমধ্যে, ঝোপের ভিতরে। প্রতিটি নদী শব্দ বহন করে অথচ বলার কথা কেবল আগুন বা বাতাসের দুরকম কম্পন। সমস্ত পিঁপড়ে শহরের রাস্তা-পথ-মহানির্মাণ জুড়ে অশনিশিরার মতো সংকেত – যেখানে কাহিনীবিহীন সমস্ত বাঁচা কেবলই স্বরের যার কোনো লিপি তৈরি নেই

সমস্ত দৃশ্যই বানিয়ে তোলা

যেভাবে লোকে সামাজিকতার লোভে গল্প তৈরি করে। অথচ সে জানে যে একবার একক জামগাছকে সমগ্র ঝড় হয়ে উঠতে দেখেছে তার কাহিনী অবিন্যস্ত, কেবল মস্তিষ্ক দেখে মনকে যেন পরপর হস্তিশাবকের খেলা হারিয়ে যেতে থাকে জঙ্গলের নিজস্ব ভাষায়, সব মনভোগ্য দৃষ্টি বুনে দেয় ছড়ানো বিরাট ভিজে ডানার মতো অন্ধকার – বিভা দিয়ে তৈরি পালকের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় আমাদের সংগীতের জাল যাকে আমরা রাত বলে জেনেছি এতকাল

কবি মির দর্দ এর ঝোলায়

থাকত পৌষ সংক্রান্তি দিয়ে তৈরি একটা ছুরি। পরপর যুদ্ধজ্যোৎস্না গণহত্যানদী পেরিয়ে যাবার সময় মানুষের ঠাসা দৃষ্টি যাতে আগুনের ভঙ্গি পায় তাই তিনি দরবেশের ঘূর্ণি নাচ রেখে যেতেন সন্ধ্যার নিজস্ব উঠোনে। তাঁর প্রতিটা বাক্যবিন্যাস রাখা থাকত প্রজাপতি ঠাসা কাঠের বাক্সে, যা মনে করাত বালি সমুদ্র এবং মরু উভয়েরই সমান বান্ধব

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৭৮) কবিতা লেখেন দুই ভাষাতে – বাংলা ও ইস্পানি। 'বৌদ্ধলেখমালা ও অন্যান্য শ্রমণ' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমির যুব পুরস্কার, পেয়েছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত ও সুধেন্দু মল্লিক নামাঙ্কিত পুরস্কারও। স্পেনে পেয়েছেন আন্তোনিও মাচাদো কবিতাবৃত্তি, পোয়েতাস দে ওত্রোস মুন্দোস সম্মাননা। ডাক পেয়েছেন ভ্যাটিকানে কবিতা পড়ার, মেদেইয়িন আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে, জয়পুর লিটেরারি মিট সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসবে। অংশ নিয়েছেন Poetry connections India-Wales প্রকল্পে। দক্ষিণ আফ্রিকার কবি আরি সিটাস, ও স্পেনের কবি ফেরমিন এর্রেরোর সঙ্গে লিখেছেন যৌথ কাব্যগ্রন্থ।